বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(ফৌজদারী বিবিধ এখতিয়ার)

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং২৩৭৪৪/২০১৭

ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৬১এ এর অধীনে একটি দরখাস্ত

-সঙ্গে-

জাহানারা বেগম---------- **ফরিয়াদী-দরখাস্তকারী**

-বনাম-

রাষ্ট্র এবং অন্যান্য---------- **প্রতিপক্ষ**

জনাব সুব্রত চৌধুরী, আইনজীবী----------**দরখাস্তকারী পক্ষে**

মিসেস সুফিয়া আহমেদ, আইনজীবী----**০২-০৬ নং প্রতিপক্ষে**

জনাব হারুনুর রশিদ, ডি.এ.জি সঙ্গে

জনাব মোহাম্মদ শাহীন মৃধা, এ.এ.জি

জনাব মোঃ বাহার উদ্দিন আল-রাজি, এ.এ.জি.

জনাব পিজুস কুমার রায় এ. এ. জি---------- **রাষ্ট্রের পক্ষে**

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন

এবং

বিচারপতি জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন খান

রায়ের তারিখ : ১২ নভেম্বর, ২০১৯

বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন

এই রুলটি ২৮.০৫.২০১৯ খ্রি: তারিখের আদেশের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৫৬১এ এর অধীনে একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণকে এই মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য জারি করা হয়েছিল যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৩৯এ এর অধীনে দায়েরকৃত একটি আবেদন নামঞ্জুর করে ২০১৫ সালের ১২০নং মেট্রো রিভিশন কেসের মাধ্যমে ২০১৪ সালের সি. আর ৪১৭ মামলায় পাশকৃত ৩১.১২.২০১৪ খ্রি: তারিখের একটি আদেশ নিশ্চিত করে উক্ত আবেদন খারিজ করে ঢাকার ৩য় আদালতের দায়রা জজ কর্তৃক গৃহীত

১১.০৭.২০১৬খ্রি: তারিখের যে তর্কিত রায় ও আদেশ গৃহীত হয়েছে তা কেন বাতিল করা উচিত নয় এবং/অথবা এই আদালতের কাছে যা উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে হতে পারে এমন আদেশ কেন প্রদান করা হবে না।

সংক্ষিপ্তভাবে প্রসিকিউশনের মামলাটি হল, পিটিশনার অভিযোগকারী হয়ে ২২.৪.২০১৪ খ্রি: তারিখে ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যাতে অভিযোগ করা হয় যে, তার ছেলে মাহবুব হোসেন @ দোদুলকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ২৮.০১.২০১৪ খ্রি: তারিখ সন্ধ্যা ০৭:০০ টা থেকে ২৯.০১.২০১৪ খ্রি: তারিখ রাত ০২:০০ টার মধ্যে প্রতিপক্ষ নম্বর ০২ থেকে ০৬ হত্যা করে। অভিযোগের আবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, পূর্বোক্ত প্রতিপক্ষগণ তাকে তার ছেলের অসুস্থতা সম্পর্কে অবহিত করেনি এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তার ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি করেছিল। ফৌজদারী কার্যবিধির (সংক্ষেপে সি আর.পি.সি) ২০০ ধারায় অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করার পরে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের জন্য ফৌজদারী তদন্ত বিভাগে অভিযোগের পিটিশন প্রেরণ করেন। এরপরে, তদন্ত কর্মকর্তা রিপোর্ট জমা দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রতিপক্ষ নং ০২ থেকে ০৬ এর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও প্রকার প্রাথমিক সত্যতা নেই। যার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী নিম্ন আদালতে একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন তবে ২১.১২.২০১৪ খ্রি: তারিখের আদেশে তা নামঞ্জুর করা হয়েছিল।

উক্ত আদেশে ক্ষুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী-পিটিশনার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে সিআর.পি.সির ৪৩৯এ ধারায় একটি রিভিশন আবেদন দাখিল করেন। সবশেষে ঢাকার ৩য় আদালতের অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন দায়রা জজ এটির শুনানি করেন। রিভিশন আবেদনটিও নামঞ্জুর করা হয়েছিল। ফৌজদারি আদালতের অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত প্রতিকারের জন্য অন্য কোনও বিকল্প ফোরাম না থাকায় পিটিশনার সিআর.পি.সির ৫৬১এ ধারায় দায়েরকৃত আবেদনটি বাদ দিয়ে এই রুল পেয়েছিলেন।

সিনিয়র আইনজীবী জনাব সুব্রত চৌধুরী পিটিশনারের পক্ষে বলেন যে, তদন্ত কর্মকর্তা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে মিথ্যা প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতের সামনে উপস্থাপন করেন এবং উভয় আদালতই বিচারিক মনের সাথে নারাজি পিটিশনের বক্তব্য লক্ষ্য করেননি এবং রায় এবং অধস্তন আদালতের আদেশগুলি আদালতের প্রক্রিয়ার এমনই নিখুঁত অপব্যবহার যে সিআর.পি.সির ৫৬১এ ধারার অধীনে কেবল এই আদালত দ্বারা তা রোধ করা যেতে পারে। আরও দাবি করা হয় যে, একবার নারাজি পিটিশন দাখিল করা হলে তা নামঞ্জুর করার কোনও উপায় নেই বরং এটি ঘটনার প্রমাণ সাপেক্ষে নতুন অভিযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

এই যুক্তিগুলির সমর্থনে তিনি ৫১ ডিএলআর-৪০৮, ৬১ ডিএলআর-৩৯৩ এবং ৮ বিএলসি (এডি) ১৬৬ এবং ৪৮ ডিএলআর (১৯৯৬)৩২৭ এ প্রতিবেদিত নুরুল হক বনাম বজল আহমেদ এবং অন্যান্যদের মামলার সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, আইনজীবী মিসেস সুফিয়া আহমেদ ০২ থেকে ০৬ নং প্রতিপক্ষের পক্ষে একটি পাল্টা-হলফনামা দাখিল করে বলেন যে, অভিযোগকারী-পিটিশনার কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে অভিযোগ করেন। অভিযোগ দায়েরের পরে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের জন্য সেই ব্যক্তির কাছে অভিযোগের আবেদনটি প্রেরণ করেছিলেন, যিনি ফৌজদারি তদন্ত বিভাগের পরিদর্শক ছিলেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা পুরো ঘটনা তদন্ত করেছিলেন এবং ০২ থেকে ০৬ নম্বর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও প্রাথমিক প্রমাণাদি খুঁজে পাননি।

আরও বলা হয়েছে যে, এটি আইনের অধিষ্ঠিত নীতি যে, কোনও পক্ষ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৯এ ধারায় রিভিশনে ব্যর্থ হলে হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রার্থনা করতে পারে না। ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় দ্বিতীয় রিভিশন গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে আরও বলা হয়েছে যে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে সংশোধনী আদালত কর্তৃক রেকর্ডকৃত বা আদেশ প্রাপ্তির সঠিকতা বা স্বীকৃতি যাচাই করার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৫/৪৩৯/৪৩৯এ এর অধীনে আবেদন করা যাবে না।

বক্তব্যের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য তিনি ২৪বিএলডি (এডি) ২৩৩, ৪৫ ডিএলআর (এডি) ৯ এবং ৭০ ডিএলআর (এইচসি) ৭৪৪ নামে সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করেছেন।

আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বিতর্ক বক্তব্য শুনেছি, নিম্ন আদালতের রায় ও আদেশ পর্যালোচনা করেছি, পাল্টা-হলফনামা এবং তার জবাব এবং নথিভুক্ত অন্যান্য সংযুক্ত কাগজপত্র, যার মধ্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পিটিশনার, মৃতের মা, অভিযোগকারী হিসাবে ২২.০৪.২০১৪ তারিখে ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগের একটি পিটিশন দায়ের করেছিলেন এই অভিযোগ করে যে তার ছেলে হার্ট অ্যাটাকের কারণে মারা যায় নি বরং তাকে ২৮.০১.২০১৪ খ্রি: তারিখে রাত ০৭:০০ এবং ২৯.০৪.২০১৪ খ্রি: তারিখে বিকাল ০২.০০ এর মধ্যে ০২-০৬নং অপজিট পার্টির মাধ্যমে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। অভিযোগকারী-পিটিশনার আরও অভিযোগ করেছেন যে অভিযুক্ত-অপজিটপার্টি গণ যথাযথ চিকিৎসার জন্য সময় মত ভিকটিমকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকতে পারত।

তবে অভিযোগের এই পিটিশন তদন্তের জন্য ফৌজদারি তদন্ত বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা, সিআইডি-র একজন পরিদর্শক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়ে বলেছেন যে ০২-০৬ নং অপজিট পার্টিগণ মৃতকে হত্যা করেনি বরং মৃত ব্যক্তি তার বাড়িতে যেখানে সে তার স্ত্রী, ০২ নং অপজিট পার্টি এর সাথে দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন সেখানে অসুস্থ্য হওয়ার পরে তাদের মধ্যে কেউ ইউনাইটেড হাসপাতালসহ একাধিক হাসপাতালে নিয়ে তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল।

নথি থেকে জানা গেছে যে কথিত ঘটনার প্রায় তিন মাস পরে এই অভিযুক্ত মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং এই অভিযোগটি ফৌজদারি তদন্তকারী বিভাগের একজন পরিদর্শক তদন্ত করেছিলেন।

তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে, ভুক্তভোগী তার স্ত্রী ০২ নম্বর অপজিট পার্টির সাথে গাজীপুর জেলায় বসবাস করছিলেন যেখানে ০৩ নং অপজিট পার্টি অভিযুক্ত ঘটনার সময় ছিল।

অভিযোগকারী-পিটিশনার ও তাঁর মেয়ে শাহানাজ পারভিন ও তার জামাইসহ ঢাকা থাকতেন। অভিযোগকারী দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন এবং তিনি তিনি পেসমেকারে জীবনযাপন করেন। অভিযোগকারীর ছেলে ভুক্তভোগী ০৭.০৯.১৯৯৮ তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষাগত সার্টিফিকেট জাল পাওয়া যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন। তদন্তের পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত তিন সদস্যের একটি কমিটি অভিযোগটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল ১৯.০২.২০১৩ সাল থেকে তবে পরবর্তীকালে এটি ভুক্তভোগীর দায়ের করা একটি রিট পিটিশনে তিন মাস স্থগিত করা হয়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে এটিও প্রতীয়মান হয় যে ভুক্তভোগী হৃদরোগের রোগী ছিলেন।

অভিযোগকারী তার অভিযোগের পিটিশনে দাবি করেছেন যে ০২ নং অপজিট পার্টির চাকর আয়েশা এবং ভুক্তভোগী তাকে জানিয়েছিলেন ২ ও ৩ নং অপজিট পার্টির উপস্থিতিতে ভিকটিমের সন্দেহজনক রসের গ্লাস ছিল যখন তিনি বুকে ব্যথা নিয়ে অসুস্থ বোধ করেন তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। তবে আয়শা তদন্ত কর্মকর্তার দেওয়া বিবৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে ভুক্তভোগী যখন রাত ০১:০০/০১:১৫ টায় ঢাকায় যাচ্ছিলেন তখন বুকে ব্যথা অনুভূত হয়েছিল এবং তার শাশুড়ি আয়েশা কর্তৃক আনীত এক গ্লাস পানি নেওয়ার পরে তার নিজের ব্যাগ থেকে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট এবং একটি ওষুধ নিয়েছিলেন। এলাকার একজন ফার্মাসি ডাক্তার তাকে দেখেছিলেন। প্রাসঙ্গিক সময়ে ০২ নং অপজিট পার্টি তার কর্মস্থলে ছিল এবং তিনি ভিকটিমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য টেলিফোনে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী দারোয়ান গিয়াস উদ্দিনের সহায়তায় তাকে চন্দ্রায় 'মেডিপথ হাসপাতালে' নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগকারীর মেয়ে শাহনাজ পারভিন তার চাকর খোকনের কাছ থেকে ভিকটিমের অসুস্থতার খবর পেয়েছিলেন যাকে টেলিফোনে জানানো হয়েছিল। কিন্তু ভুক্তভোগীর মা শাহানাজ বা তাঁর স্বামী আউলাদ হোসেন তাঁকে জানাননি, কারণ তিনি তাঁর হৃৎপিণ্ডের সমস্যায় ভুগছিলেন। অন্য

সাক্ষী অভিযোগকারীর জামাতা আউলাদ হোসেন ইউনাইটেড হাসপাতালে গিয়ে ০২ নং অপজিট পার্টিকে দেখেছিলেন। ভিকটিম তখন অপারেশন থিয়েটার ছিল। কিছুক্ষণ পরে, ডাক্তার বলেছিলেন ভুক্তভোগীর দেহে তিনটি রিং স্থাপন করা হয়েছিল। তার শাশুড়ি হার্টের রোগী হওয়ায় তিনি তাকে অবহিত করেননি। পরবর্তীতে তারা জানতে পেরেছিল যে ভুক্তভোগী হাসপাতালে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

ভুক্তভোগী অসুস্থ হওয়ার পরে যেখানে তাকে নেওয়া হয়েছিল তদন্তকারী কর্মকর্তা সব হাসপাতাল পরিদর্শন করেছিলেন এবং তিনি হাসপাতালে সংরক্ষিত মেডিকেল নথিপত্র পরীক্ষা করেছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথেও কথা বলেছিলেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসকদের ভুক্তভোগীর চিকিৎসা নিয়ে তিনি কোনও ত্রুটি পাননি। ইউনাইটেড হাসপাতালের মেডিকেল নথিপত্র থেকে জানা যায়, আক্রান্ত ব্যক্তি ২৮.০১.২০১৪ তারিখ বেলা ০৯:২২ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই ঘটনাটি অর্থাৎ ব্যাপক হার্ট অ্যাটাকের মাধ্যমে মৃত্যু কোনওভাবেই অভিযোগকারীর দ্বারা চ্যালেঞ্জ জানানো হয়নি, এটি হওয়ার পরপরই এবং ভিকটিমের মৃতদেহও যথা সময়ে অভিযোগকারী দলের প্রার্থনায় পৃথিবী থেকে সৎকার করা হয়নি এই জন্য যে চিকিৎসার সময় ০২-০৬ নং অপজিট পার্টির কাজ নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল কিনা। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে এটাও দেখা যায় যে ভিকটিমকে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভুক্তভোগীর স্ত্রী ০২ নম্বর অপজিট পার্টি হাসপাতালের ডাক্তারদের মাধ্যমে ভুক্তভোগীকে যথাযথ চিকিৎসার জন্য একের পর এক হাসপাতালে যেয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

অভিযোগকারীর অভিযোগ অনুসারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিযোগকারীর ৫০ লক্ষ টাকার অর্থ বাজেয়াপ্ত করার জন্য এটি অযৌক্তিক কারণ ভুক্তভোগী ৭.০৯.২০১৩ খ্রি: তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা [সহকারী পরিচালক] হিসাবে যোগদান করেছিলেন এবং অবশেষে ১৯.০২.২০১৩ খ্রি: তারিখে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। সুতরাং, উল্লিখিত বছরের পরিষেবার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থের দ্বারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ থেকে ৫০

লক্ষ টাকা পাওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং, এই জাতীয় অভিযোগ ইঙ্গিত দেয় যে ০২-০৬ অপজিট পার্টির কোনও অর্থ চুরির জন্য ভিকটিমকে হত্যা করার কোনও আগ্রহ এবং উদ্দেশ্য ছিল না।

নারাজি পিটিশনের বিষয়টি একটি নতুন অভিযোগ হতে পারে এবং পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করার পরে নারাজি পিটিশনের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিবেচনা করায় কোনও বাধা নেই তবে অভিযুক্ত-ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদি প্রাথমিক পর্যায়ে মামলা না থাকে তবে ম্যাজিস্ট্রেট নারাজি পিটিশনটি নামঞ্জুর করতে পারেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। এই মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত প্রতিবেদন, নারাজি পিটিশন এবং নথিতে থাকা প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে অভিযুক্ত ০২-০৬ নং অপজিট পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং বিজ্ঞ দায়রা জজও যোগ্যতা, সত্যতা এবং মামলার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ফৌজদারি সংশোধনী নামঞ্জুর করেছিলেন। যেহেতু তিনি ভুক্তভোগীর মা তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর অবহেলার অভিযোগ আনা একেবারেই স্বাভাবিক। কারণ তিনি তার ছেলের হঠাৎ অসুস্থতার কথা না জেনে তিনি তার ছেলেকে হারিয়েছে। তবে তার নিজের হৃদরোগের অসুস্থতার কারণে তাকে এমনকি তার মেয়ে এবং জামাইও অবহিত করেননি।

পিটিশনারের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য হল যে, অভিযোগকারীর দাবি অনুসারে আরও বেশি তদন্ত করাতে কোনও আপত্তি নেই। ৩৮ বিএলডি (এডি) ২০১৮, ১৪৪ এবং ১২ এমএলআর (এডি)৩০ এর মামলাগুলি উল্লেখ করে আমরা আপেক্স কোর্টের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের মতামতের সাথে একমত হই যে পুণরায় তদন্ত, অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের উপর সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল এমনকি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩(১) ধারায় অভিযোগপত্র বা পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করাতে কোন আইনী বাধা নেই ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (৩খ) ধারায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরেও আদালত পুণরায় তদন্ত শুরু করতে পারে। তবে এই মামলার ক্ষেত্র বিশেষ ও পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মামলার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সময় ও অর্থ গ্রহণের জন্য আর কোন তদন্ত বা তদন্তের প্রয়ো জন নেই।

আর একটি বিষয় হল সেশন কোর্ট কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯ক ধারা বাতিল করার পরে ফৌজদারি কার্য্বিধির ৫৬১ক ধারায় ২য় সংশোধন বা আবেদনের জন্য কোনও পক্ষ হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করতে পারবেন কিনা। উত্তরটি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই হবে। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি নিষেধ প্রয়ো গ করা উচিত নয়। দায়রা জজ কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৫/৪৩৯/৪৩৯এ ধারায় আবেদন করার পরে কোনও একটি মামলা ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় আবেদনের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে যেতে পারেন যদি অপব্যবহার রোধ করার জন্য একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকে আদালত বা হাইকোর্ট বিভাগ তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়ো গের ক্ষেত্রে কেবল ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় হস্তক্ষেপ করতে পারে তবে এটি মামলায় নথিতে পাওয়া উল্লেখযোগ্য উপকরণের উপর নির্ভর করে। আমরা এই মামলায় এই জাতীয় উপকরণগুলি পাই না।

তাদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন কর্তৃক অভিযোগের পর্যাপ্ত উপাদান না রেখে খুনের অভিযোগের এই ফৌজদারি কার্যক্রমের কারণে ০২-০৬ নম্বর অপজিট পার্টি ভীষন যন্ত্রণার মুখে পড়েছে।

নিম্ন আদালতের উভয় বিচারকই অভিযোগ ও তদন্ত রিপোর্টের আবেদনের তদন্তের উপর বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং নারাজি আবেদন এবং রিভিশন আবেদনের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং ০২-০৬ নং অপজিট পার্টির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক তথ্য খুঁজে না পেয়ে কোনদিক বিবেচনার কারণে তারা নারাজি পিটিশনটি নামঞ্জুর করেছেন।

সুতরাং, আমাদের বিবেচিত বিষয় হল নিম্ন আদালতের হস্তক্ষেপের জন্য রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত উপাদান নেই।

উপরোক্ত উল্লিখিত উভয় পক্ষের ঘটনা, পরিস্থিতি এবং তর্ক-বিতর্ক বিবেচনা করে আমরা বলতে বাধ্য যে এই মামলায় কোনও যোগ্যতা নেই।

ফলস্বরূপ, এই আদালত কর্তৃক জারিকৃত রুলটি খারিজ করা হল। মঞ্জুরকৃত স্থগিতাদেশটি বাতিল করা হয়েছে এবং খরচার বিষয়ে কোনও আদেশ নেই।

রায় এবং আদেশের একটি কপি অতিসত্বর প্রেরণ করুন।

বিচারপতি মোঃ রিয়াজ উদ্দিন খান, আমি একমত।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে ‘আমার ভাষা’ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।